রক্তনালীর টিউমার

শরীরের অন্যান্য অঙ্গের মতো রক্তনালীতেও টিউমার বা ম্যালফরমেশন হতে পারে। রক্তনালীর টিউমারকে (Hemangioma) বলে। এগুলো জন্মগত সমস্যা। উপসর্গ বা টিউমার প্রকাশ পায় বিভিন্ন বয়সে। মাথা থেকে পা পর্যন্ত যেকোনো স্থানে টিউমার হতে পারে। তবে হাতে-পায়ে বেশি হয়। আক্রান্ত স্থানে ফোলা দেখা দেয়, চামড়ার রঙ বদলে যেতে থাকে, ব্যথা হয়, মাঝে মধ্যে রক্তক্ষরণও হতে পারে। টিউমার ছোট-বড় বিভিন্ন সাইজের হয়। কখনো কখনো টিউমার পুরো হাত বা পা দখল করে। চামড়ার নিচে, গোশতের মধ্যে, হাড়ের মধ্যে, হাড়ের জোড়ার মধ্যে, পেটের মধ্যে, বুকের মধ্যে এমনকি ব্রেনেও এই টিউমার দেখা দিতে পারে।

পরীক্ষা-নিরীক্ষা

কম্পিউটার (ডুপ্লেক্স পরীক্ষা) এবং এমআরআই পরীক্ষার মাধ্যমে ব্যাপ্তি নির্ধারণ করা যায়।

চিকিৎসা

- অপারেশন
- ইনজেকশন থেরাপি (Selerotherapy)

অপারেশনের সমস্যা

- কখনো কখনো পুরো টিউমার বা ম্যালফরমেশন বের করা সম্ভব হয় না। আবার হতে পারে।
- আশপাশের নার্ভ, গোশতের ক্ষতি হতে পারে।
- শিশুর বয়স বৃদ্ধির সাথে অনেক সময় টিউমারের সাইজ ছোট হতে থাকে। সে ক্ষেত্রে চিকিৎসা ছাড়াই শিশু সুস্থ হয়ে উঠবে। তবে যা কিছু হওয়ার তা সাধারণত ১২-১৪ বছরের মধ্যেই সম্পন্ন হয়। বয়স বৃদ্ধির সাথে টিউমার বড় হতে থাকলে সে ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা না করে চিকিৎসা নিয়ে নেয়াই উত্তম।

রক্তনালীর জরুরি অপারেশন

কিছু কিছু ক্ষেত্রে জরুরি ভিত্তিতে রক্তনালীর অপারেশন করতে হয়। অন্যথায় অঙ্গহানি থেকে শুরু করে জীবনহানি পর্যন্ত হতে পারে। আমাদের দেশে দুর্ঘটনাজনিত (সড়ক দুর্ঘটনা, সংঘর্ষ) কারণে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক রোগীর দেহে জরুরি ভিত্তিতে রক্তনালীর অপারেশন করা হয়। মনে রাখা দরকার, দুর্ঘটনার ৬ ঘণ্টার মধ্যে অপারেশন করলে সবচেয়ে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়। সময় যতই গড়িয়ে যাবে অপারেশনের ফলাফল ততই খারাপ হয়। বিলম্বের জন্য অনেক সময় রোগী অপারেশনযোগ্য থাকে না। অগত্যা হাত-পা কেটে ফেলা ছাড়া উপায় থাকে না। পরিবারের সচ্ছল সবল একজন স্বাবলম্বী মানুষ এভাবে পঙ্গুত্ব বরণ করে। এজন্য দুর্ঘটনার পরের প্রথম ৬ ঘণ্টাকে সোনালি সময় (Golden Hour) বলা হয়।

এ ছাড়া বিভিন্ন কারণে (যেমন– করোনারি হৃদরোগ, Mitral ভাল্বের জটিলতা) হার্টের মধ্যে রক্ত জমাট বাঁধতে পারে। জমাট রক্ত হার্ট থেকে ছুটে (Thromboembolism) শরীরের অন্যান্য অংশের রক্তনালীতে আটকে যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে শরীরের আক্রান্ত অংশে প্রচণ্ড ব্যথা হয়, তাপমাত্রা কমে এবং অবস (Paralysis) হয়ে যায়। ঘটনার ৬ ঘণ্টার (Golden Hour) মধ্যে অপারেশনে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়।

দুর্ঘটনা বা হঠাৎ রক্তনালীর ব্লকজনিত কারণে নিম্নোক্ত উপসর্গ দেখা যায় :

- প্রচণ্ড ব্যথা
- হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া
- অবশ (Paralysis) হওয়া
- বোধশক্তি না থাকা
- চামড়া কালচে হতে থাকে
- এক সময় আক্রান্ত স্থানে পচন (Gangrene) ধরা।

হাত বা পায়ের কোনো অংশে গ্যাংগ্রিন বা পচন ধরলে ওই অংশ ফেলে দেয়া (Amputation) ছাড়া উপায় থাকে না। নষ্ট অংশ রেখে দিলে অনেক সময় কিডনির ক্ষতি হতে পারে। ■

ডা: জি এম মকবুল হোসেন
চিফ ভাসকুলার, এন্ডোভাসকুলার ও লেজার স্পেশালিস্ট সার্জন (অনা.)
ভাসকুলার কেয়ার সেন্টার
ইবনে সিনা হাসপাতাল
বাড়ি-৬৮, রোড-১৫/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা।
ফোন : ০১৮২৩০৩৯৮০০, ০১৭৯৭৩০০১০০
০২৯১৩৩১০৯
www.vascularbd.com